কর্মক্ষেত্রে নারী

আশিস রাইচুর

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY

Produced and distributed by All Peoples Church & World Outreach, Bangalore, INDIA.
First Edition Printed: September 2007
Translated in Bengali: December 2020

Contact Information:
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: bookrequest@apcwo.org
Website: apcwo.org

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from the Bengali Revised Old Version Updated (ROVU), Bangladesh Bible Society.

Biblical definitions, Hebrew and Greek words and their meanings are drawn from the following resources:
Thayer's Greek Definitions. Published in 1886, 1889; public domain.
Strong's Hebrew and Greek Dictionaries, Strong's Exhaustive Concordance by James Strong, S.T.D., LL.D. Published in 1890; public domain.
Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words, © 1984, 1996, Thomas Nelson, Inc., Nashville, TN.

FINANCIAL PARTNERSHIP
Production and distribution of this publication has been made possible through the financial support of members, partners and friends of All Peoples Church. If you have been enriched through this free publication, we invite you to contribute financially to help with the producing and distribution of free publications from All Peoples Church. Please visit apcwo.org/give or see the page “Partner With All Peoples Church” at the back of this book, on how to make your contribution. Thank you!

MAILING LIST
To be notified when free publications are released from All Peoples Church, you may subscribe to our mailing list at apcwo.org

কর্মক্ষেত্রে নারী

সূচীপত্র

1. কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিত থাকা কি যথাযথ? 1
2. কর্মক্ষেত্রে কার্যরত একজন মহিলা কীভাবে তার পরিবার, কাজ, এবং তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে? 7
3. মহিলারা কীভাবে কর্মক্ষেত্রের প্রতিকূলতাগুলির সাথে মোকাবিলা করে? 10
4. পরিবারের মধ্যে দুইজনের দ্বারা উপার্জন করার কিছু বিপদ - এবং কীভাবে আপনি সেইগুলিকে এড়িয়ে চলবেন 13

1. কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিত থাকা কি যথাযথ?

আমি যখন প্রথম এই বিষয়ের উপর প্রচার করতে চেয়েছিলাম - "কর্মক্ষেত্রে নারী", আমার স্ত্রী, অ্যামি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেন তুমি নিজেকে এই বিষয়ের উপর প্রচার করার জন্য যোগ্য বলে মনে করো?" আমি উত্তর দিলাম, "আমার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ! আমি বাইবেলটিকে আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত অধ্যয়ন করবো, খুঁজে বের করবো যে বাইবেল এই বিষয়ে কী বলে এবং তারপর সেটা শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরবো"। তাই, এখানে আমি যা কিছু আপনার সাথে ভাগ করে নিয়েছি, সেটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করা থেকে। বিষয়টির উপর একটা বাইবেল ভিত্তিক পন্থা নেওয়ার দ্বারা, আসুন এটাকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে শিখি!

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের কাজ করা কি যথাযথ? এই বিষয়ের উপর লোকেদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলে, "হ্যাঁ", আবার কেউ কেউ বলে "না! নারীদের উচিৎ বাড়ির মধ্যেই থাকা এবং বাইরে না বেড়ানো"। তাদের মতামতকে সমর্থন জানানোর জন্য লোকেরা শাস্ত্রাংশ উক্তি করেও বলে থাকে। কিন্তু আসুন, আমরা এই বিষয়টির উপর একটা বাইবেল ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ লাভ করি।

নারীদের উপর একটি বাইবেল ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ

আদিপুস্তক ২:১৮
আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি।

ঈশ্বর কেন নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন? দুটি কারণে তিনি নারীকে সৃষ্টি করেছেন - পুরুষের সাথী ও সহকারিণী হওয়ার জন্য। সে ছিল পুরুষের "সাহায্যকারী"। ইব্রীয় ভাষায় এর অর্থ হল, "বিপরীত অংশ" অথবা "পরিপূরক অংশ"। তাই, নারীকে পুরুষের নিচু করে সৃষ্টি করা হয়নি, কিন্তু তার পরিপূরক অংশ - এক সমান অংশ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং, পুরুষ ও নারীকে সমান ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং, পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পর্কটিকে স্বভাবে পারস্পারিক ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাদের উচিৎ ছিল "পরস্পরের" প্রতি সাহায্যকারী হওয়া। কিন্তু পতনের সময়ে এই সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।

আদিপুস্তক ৩:১৬
পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে।

প্রথম অবস্থায়, ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছিলেন পরস্পরের পরিপূরক হওয়ার জন্য, কিন্তু পতনের দিন থেকে নারী পুরুষের নীচে অধীনে চলে এসেছে, তার সকল আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা তার স্বামীর প্রতি হয়ে গিয়েছে, এবং স্বামী তার উপর কর্তৃত্ব করা শুরু করেছে। সুতরাং, পতনের কারণে, আজকে আমাদের কাছে একটা পতিত জগত রয়েছে যেখানে পুরুষেরা কর্তৃত্ব করে। এটা হল একটা পতিত অবস্থান, ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট অবস্থান নয়। কিন্তু সুসমাচার এটা যে উদ্ধারের মধ্যে দিয়ে, খ্রীষ্ট নারীকে পুরুষের সাথে সমান অবস্থানে ফিরিয়ে দিয়েছেন। খ্রীষ্টেতে পুরুষ ও মহিলা আলাদা নয়। *"যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক"*(গালাতীয় ৩:২৮)।

এখন, উভয় পুরুষ ও নারী হল সহ-দায়াদ ("একসঙ্গে অংশগ্রহণকারী") জীবনের অনুগ্রহের।

১ পিতর ৩:৭
তদ্রূপ, হে স্বামিগণ, স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পাত্র বলিয়া তাহাদের সহিত জ্ঞানপূর্ব্বক বাস কর, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী জানিয়া সমাদর কর; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।

মানুষ যেন বুঝতে পারে যে ঈশ্বরের বিষয়সকলে নারী হল পুরুষের সমান অংশ। কিন্তু, এই পতিত জগতে, আমরা তবুও লক্ষ্য করে থাকি যে পুরুষেরা কর্তৃত্ব করে। এই জগত সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধার লাভ করেনি, সুতরাং, এই অবস্থানটি এখনও পর্যন্ত চলে আসছে।

বাইবেলে নারীরা

ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়নে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বর মহিলাদের বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করেছেন তাদের ঘরের বাইরে। দ্রুত কয়েকটি

উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

নবী মরিয়ম

যাত্রাপুস্তক ১৫:২০
পরে হারোণের ভগিনী মরিয়ম ভাববাদিনী হস্তে মৃদঙ্গ লইলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য স্ত্রীলোকেরা সকলে মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল।

মহিলারা আবাসতাম্বু নির্মাণ কাজে সাহায্য করেছিল

যাত্রাপুস্তক ৩৫:২২,২৫-২৬
22 পুরুষ ও স্ত্রী যত লোক মনে ইচ্ছুক হইল, তাহারা সকলে আসিয়া বলয়, কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক ও হার, স্বর্ণময় সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার আনিল। যে কেহ সদাপ্রভুর উদ্দেশে স্বর্ণের উপহার আনিতে চাহিল, সে আনিল।
25 আর বিজ্ঞমনা স্ত্রীলোকেরা আপন আপন হস্তে সূতা কাটিয়া, তাহাদের কাটা নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র আনিল। 26 আর বিজ্ঞানে প্রবৃত্তমনা স্ত্রীলোকেরা সকলে ছাগলোমের সূতা কাটিল।

ঈশ্বর মহিলাদের ঈশ্বরের বাক্যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন

দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:১২
তুমি লোকদিগকে, পুরুষ, স্ত্রী, বালক-বালিকা ও তোমার নগর-দ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী সকলকে একত্র করিবে, যেন তাহারা শুনিয়া শিক্ষা পায়, ও তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করে, এবং এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা যত্নপূর্ব্বক পালন করে।

দবোরা

দবোরা একজন ভাববাদীণি ছিলেন, যিনি ইস্রায়েলের একজন বিচারকও ছিলেন (বিচারকর্ত্তৃগণ ৪:৪)।

যায়েল

যায়েল একজন গৃহিণী ছিলেন যিনি ইস্রায়েল জাতীকে এক বড় বিজয় দিয়েছিলেন একজন ব্যক্তিকে মাথায় পেরেকবিদ্ধ করার দ্বারা (বিচারকর্ত্তৃগণ ৪:২১)।

ঈশ্বর মহিলাদের ব্যবহার করেছিলেন যিরূশালেমের প্রাচীর নির্মাণ কাজে সাহায্য করার জন্য

নহিমিয় ৩:১২
তাহার নিকটে যিরূশালেম প্রদেশের অর্দ্ধভাগের অধ্যক্ষ হলোহেশের পুত্র শল্লুম ও তাহার কন্যারা মেরামৎ করিল।

ইষ্টের

ইষ্টের একজন রানী ছিলেন যিনি ঈশ্বরের লোকেদের উদ্ধার করেছিলেন।

মহিলারা যারা যীশুর সেবা করেছিলেন

নতুন নিয়মে, আমরা সেই মহিলাদের বিষয়ে পড়ি যারা যীশুর সেবা করেছিলেন।

মার্ক ১৫:৪১
যখন তিনি গালীলে ছিলেন, তখন ইহাঁরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন।

লূক ৮:১-৩
1 ইহার পরেই তিনি ঘোষণা করিতে করিতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে সেই বারো জন,
2 এবং যাঁহারা দুষ্ট আত্মা কিম্বা রোগ হইতে মুক্তা হইয়াছিলেন, এমন কএকটী স্ত্রীলোক ছিলেন, মগ্দলীনী নাম্নী মরিয়ম, যাঁহা হইতে সাত ভূত বাহির হইয়াছিল,
3 যোহানা, যিনি হেরোদের বিষয়াধ্যক্ষ কূষের স্ত্রী, এবং শোশন্না ও অন্য অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহারা আপন আপন সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন।

লুদিয়া

প্রেরিত্ ১৬:১৪
আর থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী একটী ঈশ্বর-ভক্ত স্ত্রীলোক, যিনি বেগুনিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেন, আমাদের কথা শুনিতেছিলেন; আর প্রভু তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ করেন।

লুদিয়া একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি ফিলিপীতে বেগুনী রঙের পোশাকের ব্যবসা করতেন। ঈশ্বর তাকে ব্যবহার করেছিলেন তার বাড়িতে ফিলিপীয়ের মণ্ডলীকে শুরু করার জন্য। *"তখন তাঁহারা কারাগার হইতে বাহির হইয়া লুদিয়ার বাটীতে প্রবেশ করিলেন; আর ভ্রাতৃগণের সঙ্গে দেখা হইলে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন; পরে প্রস্থান করিলেন"*(প্রেরিত্ ১৬:৪০)।

আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লা

প্রেরিত্ ১৮:১-৪
১ তৎপরে পৌল আথীনী হইতে প্রস্থান করিয়া করিন্থে আসিলেন।
২ আর তিনি আক্কিলা নামে এক যিহূদীর দেখা পাইলেন; ইনি জাতিতে পন্তীয়, অল্প দিন পূর্ব্বে আপন স্ত্রী প্রিষ্কিল্লার সহিত ইতালিয়া হইতে আসিয়াছিলেন, কেননা ক্লৌদিয় সমুদয় যিহূদীকে রোম হইতে চলিয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। পৌল তাঁহাদের কাছে গেলেন।
৩ আর তিনি সমব্যবসায়ী হওয়াতে তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থিতি করিলেন, ও তাঁহারা কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, কেননা তাঁহারা তাম্বু নির্ম্মাণ ব্যবসায়ী ছিলেন।
৪ প্রতি বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে কথা প্রসঙ্গ করিতেন, এবং যিহূদী ও গ্রীকদিগকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি দিতেন।

আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লা তাম্বু তৈরি করতেন - এক ব্যবসায়ী দম্পতি যারা পৌলের পরিচর্যার অংশীদার ছিলেন। অন্তত, অন্যান্য তিনটি স্থানে পৌল তাদেরকে তার সহকর্মী হিসেবে উল্লেখ করেছেন (রোমীয় ১৬:৩; ১ করিন্থীয় ১৬:১৯; ২ তীমথিয় ৪:১৯)।

ফৈবী, যূনিয়, এবং অন্যান্য মহিলারা

রোমীয় ১৬:১-৭
১ আমাদের ভগিনী, কিংক্রিয়াস্থ মণ্ডলীর পরিচারিকা, ফৈবীর জন্য আমি তোমাদের কাছে সুপারিস করিতেছি,
২ যেন তোমরা তাঁহাকে প্রভুতে, পবিত্রগণের যথাযোগ্য ভাবে, গ্রহণ কর, এবং যে কোন বিষয়ে তোমাদের হইতে উপকারের তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা কর; কেননা তিনিও অনেকের এবং আমার নিজেরও উপকারিণী হইয়াছেন।
৩ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকারী প্রিষ্কা ও আক্কিলাকে মঙ্গলবাদ কর;
৪ তাঁহারা আমার প্রাণের নিমিত্তে আপনাদের গ্রীবা পাতিয়া দিয়াছিলেন; কেবল আমিই যে তাঁহাদের ধন্যবাদ করি, এমন নয়, কিন্তু পরজাতীয়দের সমুদয় মণ্ডলীও করে;
৫ আর তাঁহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীকেও মঙ্গলবাদ কর। আমার প্রিয় ইপেনিত, যিনি খ্রীষ্টের উদ্দেশে এশিয়া দেশের অগ্রিমাংশ, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর।
৬ মরিয়ম, যিনি তোমাদের নিমিত্ত বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর।
৭ আমার স্বজাতীয় ও আমার সহবন্দি আন্দ্রনীক ও যূনিয়কে মঙ্গলবাদ কর; তাঁহারা প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত ও আমার পূর্ব্বে খ্রীষ্টের আশ্রিত হন।

ফৈবী, একজন পরিচারিকা ছিলেন, যিনি মণ্ডলীর কোনো একটা ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করতেন। যূনিয়, একজন মহিলা প্রেরিত যিনি পৌলের সহকর্মী ছিলেন। অন্যান্য মহিলারাও পৌলের সাথে অংশীদারিত্ব করেছিলেন, যাদেরকে এই বলে সম্বোধন করা হয়েছে *" ···ইঁহারা সুসমাচারে আমার সহিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন ···"*(ফিলিপীয় ৪:৩)।

এটি একটি ঝলক মাত্র যে কীভাবে ঈশ্বর মহিলাদেরকে তাঁর কাজের মধ্যে নিযুক্ত করেছিলেন ও তাদেরকে পরম্পরাগত ঘরের প্রেক্ষাপটের বাইরে কার্যকারী করে তুলেছিলেন।

একজন মহিলার প্রাথমিক আহ্বান

বাইবেল এই বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট যে একজন মহিলার প্রাথমিক আহ্বান হল তার স্বামীর প্রতি একজন স্ত্রী হওয়া, তার সন্তানদের প্রতি একজন মা হওয়া, এবং গৃহের একজন তত্ত্বাবধায়ক হওয়া।

১ তীমথিয় ৫:১৪
অতএব আমার বাসনা এই, যুবতী [বিধবারা] বিবাহ করুক, সন্তান প্রসব করুক, গৃহে কর্তৃত্ব করুক, বিপক্ষকে নিন্দা করিবার কোন সূত্র না দিউক।

"গৃহে কর্তৃত্ব করুক" 'oikodespoteo' অর্থাৎ, পরিবারের মস্তক হওয়া, গৃহকে পরিচালনা করা।

তীত ২:৪-৫
৪ তাঁহারা যেন যুবতীদিগকে সংযত করিয়া তুলেন, যেন ইহারা পতিপ্রিয়া, সন্তানপ্রিয়া,
৫ সংযতা, সতী, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা, সুশীলা, ও আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হয়, এইরূপে যেন ঈশ্বরের বাক্য নিন্দিত না হয়।

"গৃহকার্যে ব্যাপৃতা" 'oikouros', যা 'oikos' (একটি বাসস্থান, পরিবার, গৃহ) শব্দ এবং 'uros' (একজন রক্ষক) শব্দ থেকে এসেছে।

সুতরাং, 'oikouros' শব্দটির অর্থ হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি গৃহে থাকেন, অর্থাৎ ঘরোয়া হওয়ার প্রবণতা (একজন উত্তম ঘরের তত্ত্বাবধায়ক), পরিবারের রক্ষক।

একজন মহিলাকে ঘরের বিষয়গুলিকে ব্যবস্থাপনা করার প্রয়োজন আছে এবং সে যেন তার ঘরের একজন নেতা হন। কীভাবে সে এখানে একটা সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে? একজন মহিলার জন্য বাইরের কাজে, অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়া কি যথাযথ? উত্তর হল "হ্যাঁ"।

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের উদাহরণ

- বাইবেলে কোথাও স্পষ্ট ভাবে লেখা নেই যে মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে কাজ করা উচিৎ নয়। বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বাইবেল যদি কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে সরাসরি নিষেধ করেনি, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্পর্কিত শাস্ত্রাংশের উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

যেমন উদাহরণ, ঈশ্বর বলেছেন, "আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী", কিন্তু তিনি কোথাও বলেননি যে আমাদের ঔষধ নেওয়া অথবা ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু কেউ কেউ এই বিষয়টির ভুল ব্যাখ্যা করেছে। আরোগ্যতার জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন আছে, কিন্তু ঔষধ খাওয়া অথবা ডাক্তারের কাছে যাওয়া ভুল নয় যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। একই ভাবে, ঈশ্বর বলেছেন যে একজন মহিলার প্রাথমিক আহ্বান হল তার স্বামীর প্রতি একজন স্ত্রী হওয়া, তার সন্তানদের প্রতি একজন মা হওয়া এবং গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হওয়া। কিন্তু তিনি কখনও বলেননি যে মহিলারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হতে পারবে না। সুতরাং, শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করবেন না।

- অনুগ্রহ দান লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষদের দেওয়া হয়েছে

রোমীয় ১২:৬-৮
৬ আর আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববাণী হয়, তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলি;
৭ অথবা তাহা যদি পরিচর্য্যা হয়, তবে সেই পরিচর্য্যায় নিবিষ্ট হই; অথবা যে শিক্ষা দেয়,
৮ সে শিক্ষাদানে, কিম্বা যে উপদেশ দেয়, সে উপদেশ দানে নিবিষ্ট হউক; যে দান করে, সে সরল ভাবে, যে শাসন করে, সে উদ্যোগ সহকারে, যে দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে করুক।

এমনও মহিলারা আছেন যাদের মধ্যে নেতৃত্বের, ব্যবস্থাপনার, শিক্ষাদানের, ভাববাণী বলার, এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বরদান রয়েছে। এই অনুগ্রহ দানগুলি পুরুষ ও মহিলা দেখে দেওয়া হয়নি। গৃহের বাইরে যে স্থানে এই বরদানগুলি ব্যবহৃত হতে পারে, সেটা হল কর্মক্ষেত্রে।

হিতোপদেশ ৩১ অধ্যায়ে, যে নারীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সে শুধুমাত্র তার গৃহের মধ্যে নিপুণ নয়, কিন্তু তাকে বাড়ির বাইরেও ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হওয়ার বিষয়ে দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছে যে সে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। কারণ তাকে এই কাজটি করার জন্য ঈশ্বর অনুগ্রহ দান দিয়েছেন।

হিতোপদেশ ৩১:১৬,১৯,২৪
১৬ তিনি ক্ষেত্রের বিষয়ে সঙ্কল্প করিয়া তাহা ক্রয় করেন, স্বহস্তের ফল দিয়া দ্রাক্ষার উদ্যান প্রস্তুত করেন।
১৯ তিনি টেকুয়া লইতে আপন হস্ত প্রসারণ করেন, তাঁহার করদ্বয় পাঁজ ধরে।
২৪ তিনি সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন, বণিকের হস্তে কটিবস্ত্র সমর্পণ করেন।

- এমন ক্ষেত্রে, যেখানে পুরুষ পরিবারের থেকে তার দায়িত্বভার তুলে নিয়েছে

এটা সেই ক্ষেত্র, যেখানে পরিবারের পিতা অনুপস্থিত আছে অথবা স্বামী নিখোঁজ আছে। এমন ক্ষেত্রে, মহিলাদের যদি তাদের সন্তানদের লালনপালন করতে হয়, তাহলে তার কাছে স্বাধীনতা আছে নেতৃত্ব দিয়ে, বাইরে বেরিয়ে অর্থ উপার্জন করা, নেতৃত্ব দেওয়া, ও পরিবারের ব্যবস্থাপনা করা। আমরা তার কাছে পৌলের নির্দেশটিকে উক্তি করতে পারি না, *"অতএব আমার বাসনা এই, যুবতী [বিধবারা] বিবাহ করুক, সন্তান প্রসব করুক, গৃহে কর্তৃত্ব করুক, বিপক্ষকে নিন্দা করিবার কোন সূত্র না দিউক"* (১ তীমথিয় ৫:১৪), এবং আশা করবো যে সে বাড়িতে থাকবে এবং কাক এসে তাকে খাবার দিয়ে যাবে!

- অর্থনৈতিক অবস্থা দেখে যদি প্রয়োজন বোধ হয়

স্বামী যদি বাড়িতে থাকে ও উপার্জন না করে, অথবা সে যা উপার্জন করছে সেটা পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে সেই পরিবারের মহিলাকে বাইরে বেরোতে হবে এবং কাজ করে উপার্জন করতে হবে অর্থনৈতিক ভাবে সহযোগিতা করার জন্য এবং পরিবারকেও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

চিন্তাভাবনা

১। কীভাবে আপনি এই সারমর্মে পৌঁছবেন যে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের কাজ করা যথাযথ?

2. কর্মক্ষেত্রে কার্যরত একজন মহিলা কীভাবে তার পরিবার, কাজ, এবং তার আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে?

পুরুষদের তুলনায়, একজন কর্মক্ষেত্রে কার্যরত মহিলার জন্য পরিবার, কাজ ও তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অনেক বেশী কঠিন। পুরুষেরা কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফেরার পর প্রত্যাশা করে যে তারা সেবা পাবে। কিন্তু একজন কর্মজীবী মহিলা শুধুমাত্র বাইরে গিয়ে কাজ করে না, কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে আবার তার স্বামী ও সন্তানদের সেবা করে।

ঈশ্বর মহিলাদের ব্যক্তি হিসেবে মূল্য দিয়ে থাকেন

মহিলারা যেন স্মরণে রাখেন যে ঈশ্বর তাদেরকে লিঙ্গ নির্বিশেষে ব্যক্তি হিসেবে মূল্য দিয়ে থাকেন। আদিপুস্তক ৩:১৬ পদ অনুযায়ী, পতনের পরিণামে একটা অভিশাপ হল যে স্বামীর প্রতি নারীর আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা থাকবে। এর পরিণামে, প্রত্যেক মহিলা তাদের স্বামীর দিকে তাদের পরিচয়ের উৎস হিসেবে তাকাবে। সে এমনকি তার স্বামীর পদবী বহন করে। তার সমস্ত জগত, এমনকি তার আত্ম-মূল্য যেন তার স্বামীর কাছ থেকেই আসে।

মহিলারা, আপনারা যেন আপনাদের দৃষ্টি আপনাদের স্বামীদের থেকে সরিয়ে ঈশ্বরের উপর রাখেন, কারণ তিনি আপনাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে মূল্য দিয়ে থাকেন। আপনার আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা যেন ঈশ্বরের প্রতি হয়। আপনার মূল্য ও পরিচয়ের জন্য তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

গালাতীয় ৩:২৮
যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক।

ঈশ্বরের রাজ্যে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। পুরুষ ও মহিলা, তারা উভয় সমান ভাবে উদ্ধার লাভ করেছে এবং ঈশ্বর দ্বারা আশীর্বাদ, অভিষেক, বরদান, আহ্বান, ও পরিচর্যা লাভ করে।

১ করিন্থীয় ১১:৩,১১-১২
৩ কিন্তু আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমরা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, এবং স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ, আর খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর।
১১ তথাপি প্রভুতে স্ত্রীও পুরুষ ছাড়া নয়, আবার পুরুষও স্ত্রী ছাড়া নয়।
১২ কারণ যেমন পুরুষ হইতে স্ত্রী, তেমনি আবার স্ত্রী দিয়া পুরুষ হইয়াছে, কিন্তু সকলই ঈশ্বর হইতে।

যেমন ভাবে একজন পুরুষ নিজেকে স্বেচ্ছায় খ্রীষ্টের কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসে, অথবা যেমন ভাবে খ্রীষ্ট, যদিও পিতার সাথে সমান হয়েও, ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজেকে পিতার ইচ্ছার অধীনে বশীভূত করেছিলেন এই পৃথিবীতে থাকাকালীন, একই ভাবে একজন মহিলা স্বেচ্ছায় নিজেকে পুরুষের নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসতে পারে। এটা কোনো অর্থেই সেই মহিলার পরিচয়কে হ্রাস করে না, অথবা তাকে পুরুষের নীচে স্থান দেয় না। পুরুষ ও মহিলা প্রভুতে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল (১ করিন্থীয় ১১:১১)। এবং উভয় পুরুষ ও মহিলা তাদের জীবন, পরিচয়, এবং সবকিছু প্রভু থেকে লাভ করে!

আপনার প্রথম প্রেমকে আলিঙ্গন করুন

মহিলারা, আপনার প্রথম প্রেম আপনার স্বামী নয়! আপনার প্রাথমিক লক্ষ্য হল ঈশ্বরের সাথে একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা।

লূক ১০:৩৮-৪১
৩৮ আর যখন তাঁহারা যাইতেছিলেন, তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেন, আর মার্থা নামে একটী স্ত্রীলোক আপন গৃহে তাঁহার আতিথ্য করিলেন।
৩৯ মরিয়ম নামে তাঁহার একটী ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রভুর চরণের নিকটে বসিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে লাগিলেন।
৪০ কিন্তু মার্থা পরিচর্য্যা বিষয়ে অধিক ব্যতিব্যস্ত ছিলেন; আর তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আপনি কি কিছু মনে করিতেছেন না যে, আমার ভগিনী পরিচর্য্যার ভার একা আমার উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছে? অতএব উহাকে বলিয়া দিউন, যেন আমার সাহায্য করে।
৪১ কিন্তু প্রভু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছ।

এই শাস্ত্রাংশে, মার্থা হলেন একজন সাধারণ গৃহিণীর প্রতীক, যিনি সকল রান্না-বান্না করে যীশুকে সেবা করার উপর লক্ষ্য কেন্দ্র করেছেন। কিন্তু যীশু তাকে আরাম করে তাঁর পায়ের সামনে বসতে বললেন এবং মরিয়ম যা করছিলেন, সেটা তাকে করতে বললেন। মহিলারা, আপনাদের প্রাধান্য হল "মার্থা" হওয়ার আগে "মরিয়ম" হওয়া। অবশ্যই, এর অর্থ এই নয় যে আপনি "মরিয়ম" হবেন ও আপনার স্বামীকে "মার্থা" করে তুলবেন, যিনি ঘরের সব কাজ করবেন ও আপনি যীশুর পায়ের সামনে বসে থাকবেন শুধু! এটা করলে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হবেন। আপনাকে দুটোই করতে হবে।

একজন স্ত্রী, মা, ও গৃহিণী হিসেবে আপনার প্রাথমিক আহ্বানটিকে আলিঙ্গন করুন ও পূর্ণ করুন

অনেক কর্মজীবী মহিলাদের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, প্রত্যেক মাসের শেষে তাদের কাজের জন্য বেতন পায় এবং কিছু পুরস্কার, স্বীকৃতি ও উন্নতি লাভ করে যা তাদেরকে একটা সাফল্য ও যোগ্যতার মানসিকতা প্রদান করে থাকে। অপর দিকে, বাড়িতে, মহিলারা এই সবকিছুর কিছুই পায় না। কিন্তু মহিলারা যদি তাদের প্রাথমিক আহ্বানে ব্যর্থ হয়, তাহলে কর্মক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের কোনো মূল্য থাকবে না।

বিঃদ্রঃ অবশ্যই, আপনি যদি অবিবাহিত হন, তাহলে এটা আপনার জন্য এখনও পর্যন্ত প্রযোজ্য নয়। অথবা আপনি যদি ইতিমধ্যে অনেকটাই প্রাপ্তবয়স্ক হন, তাহলে আপনি হয়ত এইগুলি ইতিমধ্যেই পূর্ণ করে ফেলেছেন।

খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে আপনার আহ্বানকে আলিঙ্গন করুন

মহিলারা, কর্মক্ষেত্রে আপনাদের আহ্বানকে আলিঙ্গন করার আগে, আপনাকে অবশ্যই এটা স্মরণে রাখতে হবে যে প্রত্যেক মহিলার খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে একটা অবস্থান রয়েছে। মহিলারা এই বিষয়টিকে প্রায় ভুলে যায় অথবা অবহেলা করে এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের দিকে দৌড়োয়। বর্তমানে খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে অনেক মায়েরা অনুপস্থিত আছেন। যে মহিলাদের ঐশ্বরিক উদাহরণ হওয়ার প্রয়োজন আছে যুবতীদের কাছে, তারা আজ ঈশ্বরের গৃহে নেই, কারণ তারা বাইরে কাজ করতে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রত্যেক মহিলাদের মধ্যে খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত পরিচর্যা রয়েছে। সেটাকে খুঁজে বের করুন এবং খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে আপনার ভূমিকাটিকে পূর্ণ করুন।

কর্মক্ষেত্রে আপনার আহ্বানকে আলিঙ্গন করুন

যে মহিলারা কর্মক্ষেত্রের জন্য আহূত, তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের আহ্বানকে স্বীকার করা, আলিঙ্গন করা, ও পূর্ণ করা দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান করতে পারে।

ব্যবহারিক নির্দেশ

- আপনার হৃদয় কোথায় সেটা বুঝুন—আপনার হৃদয় যদি বাড়িতেই সন্তুষ্ট, সেটাতে কোনো ভুল নেই। আপনার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা যদি কর্মক্ষেত্রে একটি দাগ কাটতে চান, তাহলে আপনাকে হয়ত সেই বিষয়টিকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।
- আপনার বরদান ও আহ্বান সম্পর্কে জানুন—ঈশ্বর কি আপনাকে কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রশিক্ষিত করেছেন ও বরদান দিয়েছেন? তাহলে তিনি আপনাকে যা কিছু দিয়েছেন, সেইগুলিকে নষ্ট হতে দেবেন না।

- আপনার অগ্রাধিকারগুলিকে জানুন—যদিও আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা কর্মক্ষেত্রে একটা প্রভাব বিস্তার করা হতে পারে এবং আপনি হয়ত সেটার জন্য দক্ষতাও লাভ করেছেন, কিন্তু এটা সম্ভব যে কিছু সময়কালের জন্য আপনাকে হয়ত আপনার সন্তানদের আপনার অগ্রাধিকার করে তুলতে হবে। বিশেষ করে এটা তখন হবে যখন তারা খুব ছোট থাকে। আপনি হয়ত ত্যাগস্বীকার করে আপনার জীবনের একটা সময়কাল সন্তানদের লালনপালন করার জন্য বেছে নিতে পারেন কর্মক্ষেত্রে পদক্ষেপ দেওয়ার পরিবর্তে।
- আপনার সীমা সম্পর্কে অবগত থাকুন—আমাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন মাত্রার ক্ষমতা ধারণ করি এবং ভেঙ্গে পড়ার আগে একটা সীমা পর্যন্তই নিজেদেরকে টানতে পারি। আপনাকে আপন্না সীমা জানতে হবে। একজন স্ত্রী, মা, গৃহিণী, এবং কর্মক্ষেত্রে একজন মহিলা হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠতে পারে। আপনার কাছে যদি সেই সীমা পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা থাকে—তাহলে যান! অথবা, আপনার সীমার মধ্যে থাকুন!

আপনাকে যদি কাজ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তাহলে সেই বিষয়ে খারাপ লাগাবেন না, কারণ ঈশ্বর আপনাকে সেই কাজের জন্য বরদান ও অনুগ্রহ দিয়েছেন, যার অর্থ হল যে তিনি আপনাকে কর্মক্ষেত্রে পাঠাতে চান। তাই, এই সুযোগটির ব্যবহার করুন। আপনাকে যদি একজন গৃহিণী হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, তাহলে আপনার কাছে শুধু একজন স্ত্রী ও মা-এর পরিচয় আছে, কিন্তু "ম্যানেজার" অথবা "সিইও" শিরোনাম নেই বলে হীনমন্যতায় ভুগবেন না। আপনি যদি আপনার প্রথম প্রেমকে আলিঙ্গন করেন - ঈশ্বরকে, এবং আপনার প্রাথমিক আহ্বানকে স্বীকার করেন, তাহলে আপনার পুরস্কার অনেক মহান। তিনি আপনাকে শুধু এটাই করতে বলছেন। শুধু মনে রাখবেন, আপনাদের প্রত্যেককে আপনাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আহ্বান ও ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে হবে।

চিন্তাভাবনা

১। প্রভু থেকে তার পরিচয় লাভ করার জন্য কী কী বিষয় একটা মহিলা তার জীবনে স্বীকার করে নিতে পারে?

3. মহিলারা কীভাবে কর্মক্ষেত্রের প্রতিকূলতাগুলির সাথে মোকাবিলা করে?

চাপ

এই অংশটি উভয় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। আমাদের সবাই চাপ অনুভব করে থাকি কারণ আমাদের উভয় বাড়িতে ও কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব থাকে। আমার জীবনের দিকে তাকিয়ে, যেখানে আমাকে বাড়ি ও মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনা করতে হয়, দুটো বিষয় আমাকে সাহায্য করেছে আমাকে চাপমুক্ত করার জন্য:

- প্রভুর উপর নির্ভর করতে শেখা।

যিশাইয় ২৬:৩
যাহার মন তোমাতে সুস্থির, তুমি তাহাকে শান্তিতে, শান্তিতেই রাখিবে, কেননা তোমাতেই তাহার নির্ভর।

"সমস্যাজনক পরিস্থিতির" অস্তিত্বকে অস্বীকার না করে - বরং সেইগুলির মধ্যে বসবাস করার মধ্যে দিয়ে - আমরা যেন প্রভুর উপর নির্ভর করে বসবাস করতে পারি যিনি সকল সমস্যার থেকে অনেক বেশী মহান। তিনি হলেন সকল ঝড়ের উপরে রাজা, তাই ঢেউ ও ঝড়ের উপর দৃষ্টি না রেখে আমরা সেই রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য বেছে নিতে পারি যিনি সেই সবকিছুর উর্ধ্বে, তিনি আমাদেরকে এক নিখুঁত শান্তিতে রাখবেন। কখনও কখনও আমি আমার শান্তি হারিয়ে ফেলি ও চাপ অনুভব করতে শুরু করি, কিন্তু আমি সেই অবস্থায় বেশী সময় ধরে অবস্থান করি না। আমি নিজেকে টেনে বের করে আনি এবং আমার মনকে আবার প্রভুর দিকে লক্ষ্য কেন্দ্র করি যিনি সেই ঝড়েরও উর্ধ্বে।

- ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করতে শেখা।

ঈশ্বরের বাক্যের উপর ধ্যান করা হল একটি বিশাল চাপ নিরাময়কারি। যদি কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্র আপনাকে চাপের মধ্যে ফেলছে, তাহলে সেই পরিস্থিতি সম্পর্কিত ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে ধ্যান করুন, এবং যখন আপনি তা করবেন, তখন সেটা আপনার মনকে ভয়ের পরিবর্তে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করবেন। ভয় চাপকে সৃষ্টি করে। বিশ্বাস সাহস ও প্রত্যয়কে সৃষ্টি করে, আপনাকে আরাম করতে ও শান্তিতে থাকতে সাহায্য করে।

প্রতিযোগিতা

- একটি স্বাস্থ্যবান প্রতিযোগিতা ভাল বিষয়

যখন আপনি একটি ১০০ মিটারের দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন, আপনি যদি একজন আত্মায় পরিপূর্ণ, নতুন জন্ম প্রাপ্ত, পরভাষায় কথা বলা, মন্দ আত্মাকে বিতাড়িত করা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসী হন, তবুও আপনি নিশ্চয়ই আশা করবেন না যে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত ধরে আপনি দৌড়বেন! আপনাকে সেখানে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করতে হবে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। একটি স্বাস্থ্যবান প্রতিযোগিতা সর্বোত্তমকে বের করে আনে। একইভাবে, কর্মক্ষেত্রেও প্রতিযোগী মানসিকতা রাখা ভাল। কিন্তু সেটাকে সঠিক ভাবে করুন ও পুরষ্কারের জন্য ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

কলসীয় ৩:২২-২৪
২২ দাসেরা, যাহারা মাংসের সম্বন্ধে তোমাদের প্রভু, তোমরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হও; চাক্ষুষ সেবা দ্বারা মনুষ্যের তুষ্টিকরের মত নয়, কিন্তু অন্তঃকরণের সরলতায় প্রভুকে ভয় করিয়া আজ্ঞাবহ হও।
২৩ যাহা কিছু কর, প্রাণের সহিত কার্য্য কর, মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, কিন্তু প্রভুরই কর্ম্ম বলিয়া কর;
২৪ কেননা তোমরা জান, প্রভু হইতে তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাইবে।

কর্মক্ষেত্রে সৎ ও নৈতিক ভাবে প্রতিযোগিতা করাতে কোনো ভুল কিছু নেই। সততা যেন সর্বদা বিজয়ী হয়!

পুরুষ শাসিত পরিবেশ ও লিঙ্গ বৈষম্য

অনেক সংস্থার মধ্যে অলিখিত নিয়ম রয়েছে যে তারা শুধুমাত্র পুরুষদের উন্নীত করে। অনেক মহিলারা এই প্রকারের পক্ষপাতিত্বের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, একই পদে কাজ করার জন্য, মহিলারা পুরুষদের সমান বেতন পায় না। আপনি যদি এমন প্রকারের কোনো পরিস্থিতিতে পড়েন, তাহলে লড়াই করবেন না। শুধু প্রভুর দিকে তাকান এবং মনে রাখবেন যে উন্নতি সদাপ্রভুর থেকে আসে এবং তিনি আপনার হাতের কাজকে উন্নতি করতে সাহায্য করবেন। তিনি জানেন যে কীভাবে কোন একজন ব্যক্তিকে আপনার পথ থেকে সরিয়ে দিতে হয় যাতে আপনি পদোন্নতি পেতে পারেন।

গীতসংহিতা ৭৫:৬-৭
৬ কেননা উদয় স্থান হইতে, কি পশ্চিম হইতে, অথবা দক্ষিণ হইতে উন্নতিলাভ হয়, এমন নয়।
৭ কিন্তু ঈশ্বরই বিচারকর্ত্তা; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।

আপনি কি কখনও নিজেকে এমন কোনো পরিবেশে খুঁজে পেয়েছেন যেখানে আপনার কর্মকর্তার প্রতি যৌন সহযোগিতা যতক্ষণ না পর্যন্ত করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পদোন্নতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই? যখন সেইরকম পরিবেশে পা দিয়ে ফেলার চাপ অনুভব করে থাকেন, তখন আপনার ভিত্তিতে মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে বলুন "না"। কখনই আপস করবেন না। পবিত্র থাকুন। পরিষ্কার থাকুন। যারা বিবাহিত, আপনার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন, সে যাই হয়ে যাক না কেন।

- আপনার কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বর হলেন আপনার রক্ষাকর্তা

গীতসংহিতা ৩:৩
কিন্তু, হে সদাপ্রভু, তুমিই আমার বেষ্টনকারী ঢাল, আমার গৌরব, ও আমার মস্তক উত্তোলনকারী।

গীতসংহিতা ২৭:১
সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?

- শালীনতার সাথে পোশাক পরিধান করুন, যৌন আকর্ষণ করার মতন পোশাক পড়বেন না এবং ভদ্রতার সাথে আচরণ করুন।

তীত ২:৪-৫
৪ তাঁহারা যেন যুবতীদিগকে সংযত করিয়া তুলেন, যেন ইহারা পতিপ্রিয়া, সন্তানপ্রিয়া,
৫ সংযতা, সতী, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা, সুশীলা, ও আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হয়, এইরূপে যেন ঈশ্বরের বাক্য নিন্দিত না হয়।

পেশার নির্ধারণ

কিছু কিছু মহলারা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, বিনোদন, ফ্যাশন ডিসাইনিং, এবং এইরকম কিছু পেশার সাথে জড়িত থাকেন। আপনাকে এই প্রকারের পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে না কারণ সেখানে চারিপাশে পাপ আছে বলে। আপনি পছন্দ করেন অথবা না করেন, সকল পেশাতে ও কর্মক্ষেত্রে মন্দ রয়েছে! যীশু আমাদেরকে এই জগতের মধ্যে থাকতে বলেছেন, সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বলেননি। আপনার পেশাতেও এই নীতিটিকে প্রয়োগ করুন।

যোহন ১৭:১৪-১৮
১৪ আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।
১৫ আমি নিবেদন করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর।
১৬ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।
১৭ তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।
১৮ তুমি যেমন আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ করিয়াছি।

আপনার পেশা যদি আপনাকে আপনার বিশ্বাসের সাথে, চরিত্রের সাথে, আচরণের সাথে, মূল্যবোধের সাথে, ও সততার সাথে আপস করতে জোর করছে, তাহলে আপনি নিজেকে সেই ইন্ডাস্ট্রিতেই বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে অন্য পদে নিয়ে যান। যীশুর জন্য ও আপনার দৃঢ় প্রত্যয়গুলির জন্য উঠে দাঁড়ান। একটা পার্থক্য গড়ে তুলুন। আপনার সংস্থাতেই পরিবর্তনের একটি কারণ হয়ে উঠুন।

যেখানে মানুষ রয়েছে, সেখানেই ঈশ্বর আপনাকে চান, কারণ তিনি চান আপনি যেন তাদের কাছে তাঁর কণ্ঠস্বর হন, আপনার হাত যেন তাদেরকে স্পর্শ করে এবং আপনার জীবন তাদের কাছে প্রেম প্রদর্শন করে। তাই, পরিবেশ নৈতিক ভাবে কঠিন ও প্রতিকূল হলেও লেগে থাকুন ও পার্থক্য তৈরি করুন। কিন্তু, এটা নিশ্চিত করবেন যে আপনি যেন আত্মিক ভাবে শক্তিশালী হন তেমন পরিবেশকে প্রভাবিত করার জন্য এবং আপনি যেন সেই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত না হন।

চিন্তাভাবনা

১। একজন মহিলা হিসেবে, কর্মক্ষেত্রে যে সাধারণ প্রতিকূলতাগুলির সম্মুখীন করে থাকেন, সেইগুলিকে কীভাবে অতিক্রম করবেন, সেটা একবার ভেবে দেখুন।

4. পরিবারের মধ্যে দুইজনের দ্বারা উপার্জন করার কিছু বিপদ - এবং কীভাবে আপনি সেইগুলিকে এড়িয়ে চলবেন

পরিবারের মধ্যে যখন উভয় স্বামী ও স্ত্রী কর্মক্ষেত্রে কাজ করে ও উপার্জন করে, সেখানে কিছু বিপদ দেখা দিতে পারে:

বিপদ অথবা আশঙ্কা

পরস্পরের উপর নির্ভরতার পরিবর্তে পরাধীনতা ও আত্ম-নির্ভরতা

যখন স্বামী ও স্ত্রীর আলাদা আলাদা ব্যাংক একাউন্ট থাকে, গাড়ি, ক্রেডিট কার্ড, ইত্যাদি থাকে, তখন তারা পরস্পরকে গেঁথে তোলার পরিবর্তে আরও বেশী পরাধীন হয়ে ওঠে।

স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে প্রতিযোগিতা

যোগ্য স্বামী/স্ত্রী, যারা একই পেশার সাথে যুক্ত আছে, তারা পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করা শুরু করে বেতন ও পদের দিক থেকে।

কর্মক্ষেত্রের সাথে বিবাহিত হয়ে যাওয়া

কিছু কিছু স্বামী/স্ত্রীরা বিবাহের বেদির সামনে বলে, "আমি করবো" এবং পরের দিন কর্মক্ষেত্রে গিয়েও বলে, "আমি এখানেও করবো!" তারা তাদের সমস্ত সময় কর্মক্ষেত্রে অতিবাহিত করে এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের সাথে বিবাহিত হয়ে ওঠে!

অনেক বেশী অর্থ কিন্তু অল্প সময়

আপনি অনেক বেশী অর্থ চান, অথবা বেশী সময় চান যাতে একসঙ্গে অনেক কিছু করতে পারেন? এই পর্যায়ে, স্বামী/স্ত্রী যেন অবশ্যই একটা সিদ্ধান্তে আসে। কিছু কিছু বিষয় আছে যা অর্থ ক্রয় করতে পারে না। অর্থ একজন উত্তম স্বামী/স্ত্রী অথবা উত্তম সন্তানদের ক্রয় করতে পারে না। একটি উত্তম বিবাহ গড়ে ওঠে পরস্পরের সাথে সময় অতিবাহিত করার দ্বারা। উত্তম সন্তানদের শিক্ষা দিতে, প্রশিক্ষিত করতে ও লালনপালন করার প্রয়োজন আছে।

মহিলারা যারা অতিরিক্ত কাজ করে

এমন এক পরিবারে যেখানে উভয় স্বামী ও স্ত্রী উপার্জন করে, সেখানে সম্ভব যে স্ত্রীরা উভয় বাইরে ও ঘরের ভিতরে কাজ করে, এবং অবশেষে তারা অতিরিক্ত কাজ করে ফেলে ও চাপগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে যদি উভয় স্বামী ও স্ত্রী যদি কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকে, তাহলে স্বামীও যেন ঘরের কিছু উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করে, যাতে তার স্ত্রীর দ্বারা অতিরিক্ত কাজ না হয়ে যায়।

দুজনের দ্বারা উপার্জন করার পরিবারের জন্য কিছু পদক্ষেপ

প্রকৃত মূল্যবোধটিকে বুঝুন

আপনি যদি সমস্ত জগতকে জয় করে নেন কিন্তু নিজের পরিবারকে, সন্তানদের হারিয়ে ফেলেন, তাহলে আপনি প্রকৃত মূল্যটিকে হাতছাড়া করেছেন। বর্তমানের কিছু বিশিষ্ট ও প্রশংসিত শিল্পপতিদের বিবাহ ভেঙ্গে গিয়েছে, দ্বিতীয় অথবা এমনকি তৃতীয় বিবাহও করেছে। তারা হয়ত

শিল্পকে বদলে দিয়েছেন, বৃহৎ সংস্থা গড়ে তুলেছেন এবং বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তাদের পরিবার ভেঙ্গে গিয়েছে। তখন তারা চিন্তাভাবনা করে যে কেন তারা বিবাহ নামক একটি মাত্র সংস্থাকে সামলাতে পারলেন না, যেখানে শুধুমাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন! এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে তারা তাদের নিজেদের ঘর সামলাতে পারেনি। আমাদেরকে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান বিষয়টিকে বেছে নিতে হবে - জগতের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ার পরিবর্তে একটি সুন্দর বিবাহ ও ঈশ্বর ভয়কারী সন্তান।

সময়ের সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটা ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা করা

যদিও প্রতিকূলতা ও চাপ অনেক, তবুও আমাদেরকে ইচ্ছাকৃত ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা করে যেতে হবে যাতে যথাযথ ভাবে আমাদের সময়কে ও শক্তিকে বিতরণ করতে পারি - ঈশ্বরের সাথে সময়, পরিবারের সাথে সময়, ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে সময় এবং কর্মক্ষেত্রে সময়। এই বিষয়ে অ্যামি আমাকে অনবরত স্মরণ করাতে থাকে এবং আমি সর্বদা বিষয়টিকে নিরীক্ষণ করতে থাকি।

দুইজনের শক্তিকে গড়ে তুলুন

উপদেশক ৪:৯-১২
৯ এক জন অপেক্ষা দুই জন ভাল, কেননা তাহাদের পরিশ্রমে সুফল হয়।
১০ কারণ তাহারা পড়িলে এক জন আপন সঙ্গীকে উঠাইতে পারে; কিন্তু ধিক্ তাহাকে যে একাকী, কেননা সে পড়িলে তাহাকে তুলিতে পারে, এমন দোসর কেহই নাই।
১১ আবার দুই জন একত্র শয়ন করিলে উষ্ণ হয়, কিন্তু এক জন কেমন করিয়া উষ্ণ হইবে?
১২ আর যে একাকী, তাহাকে যদ্যপি কেহ পরাস্ত করে, তথাপি দুই জন তাহার প্রতিরোধ করিবে, এবং ত্রিগুণ সূত্র শীঘ্র ছিঁড়ে না।

যেখানে দুইজনের শক্তি আছে, সেখানে দ্বিগুণ বল আছে, এবং আমরা দ্বিগুণ সাধন করতে পারি। সকল ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী যদি একসঙ্গে আসতে পারে, তাহলে তারা একসঙ্গে অনেক বেশী অর্জন করতে পারবে, এবং একাকী চলার তুলনায় অনেক বেশী তারা একসঙ্গে এগোতে পারবে। স্বামীরাও যেন বাড়িতে তাদের ভূমিকা পালন করতে শেখে, বিশেষ ভাবে যখন তাদের স্ত্রীয়েরা বাইরে কাজ করে।

আমাদের জীবনে, যদিও অ্যামি একজন প্রশিক্ষিত চিকিৎসক এবং তার মাস্টার ডিগ্রি অনুধাবন করছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার পেশাকে স্থগিত রাখতে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সন্তানেরা বড় হচ্ছে। এটা সহজ ছিল না, বাস্তবে, অনেকসময়ে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। কিন্তু, যখন দুই সন্তানই সারাদিন স্কুলে থাকতো, অ্যামি ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষেত্রে পা দিতে পেরেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি তার কর্তব্য পালন করেছেন ও তার সন্তানদের জন্য ত্যাগস্বীকার করেছেন, যখন তাদের তাকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল।

চিন্তাভাবনা

১। কী কী পদক্ষেপ আপনি নিতে সক্ষম হবেন যা আপনাকে সাধারণ বিপদগুলিকে এড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে, যেটা দুইজনের দ্বারা উপার্জন করা পরিবার সম্মুখীন করে থাকে?

অল পিপলস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপলস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

আমরা আপনাকে আর্থিক ভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আপনারা আমাদের একবার দান করতে পারেন অথবা মাসিক ভাবে অর্থ দান করে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা যে পরিমাণের অর্থ আমাদের পাঠান, সেটা সমগ্র দেশ জুড়ে পরিচর্যা কাজে ব্যবহৃত হবে ও আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার সাহায্যের জন্য।

আপনারা আপনাদের উপহার এই নামে চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা পাঠাতে পারেন “All Peoples Church, Bangalore” এবং আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। অথবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5, M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: অল পিপলস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: ***apcwo.org/give***

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনা করতে স্মরণে রাখবেন।
ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival*
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks*
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change*
Code of Honor
Divine Favor*
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling*
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God*
God Is a Good God
God's Word
How to Help Your Pastor
Integrity
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife*
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don't Take Them
Open Heavens*
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment*
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power*
The Wonderful Benefits of speaking in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different*
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work Its Original Design

উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ। আপনার বিনামূল্যে পুস্তকটি লাভ করার জন্য, এই ইমেইল ঠিকানায় লিখুন: **bookrequest@apcwo.org**
* শুধুমাত্র PDF সংস্করণ উপলব্ধ।

এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন:

apcwo.org/sermons

All Peoples Church এর সম্বন্ধে একটা ভূমিকা

All Peoples Church (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবন ও জ্যোতির ন্যায় হতে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হতে।

APC তে, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও প্রকাশ সহকারে সম্পূর্ণ এবং আপোসহীন ঈশ্বরের বাক্য উপস্থাপনা করার জন্য সমর্পিত। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ এপোলোজেটিক্স, সমসাময়িক পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি, কোন কিছুই পবিত্র আত্মার বরদান, আশ্চর্য কাজ, চিহ্ন সহকারে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না (১ করিন্থীয় ২:৪,৫; ইব্রীয় ২:৩,৪)। আমাদের কেন্দ্র স্থান হল যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আকাঙ্ক্ষা হল মানুষেরা, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মতো পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে All Peoples Church এর অনেক মণ্ডলী স্থাপিত আছে। All Peoples Church এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **www.apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় ২০০০ বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারন করে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছে ও করেছেন, তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, যারা শুনতে পেত না, তিনি তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটি দিয়ে তিনি অনেক ক্ষুধিত ব্যক্তিদের খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর একটা মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে একটা অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে যাওয়ার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে চিরকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, **"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন" (রোমীয় ৬:২৩)** যীশু তাঁর ক্রুশিয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি আবার বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায়ে অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি না পাক। এবং সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ থেকে ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন – আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে – প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর কী করেছিলেন তা স্বীকার করা এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করা।

"...যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়" (প্রেরিত ১০:৪৩)।

"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে" (রোমীয় ১০:৯)।

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা লেখা আছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার তিনি ক্রুশের উপর কী করেছেন, সেটা সম্বন্ধীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপ থেকে ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা রূপরেখা। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত আমার জন্য ঝরিয়েছিলে এবং আমার পাপের মূল্য মিটিয়ে দিয়েছিলে, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য কী করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলে এবং আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলে। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, অথবা অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছিলে, তুমি আমার পাপের মূল্য মিটিয়েছিলে, তুমি মৃতগণদের মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলে, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরন লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

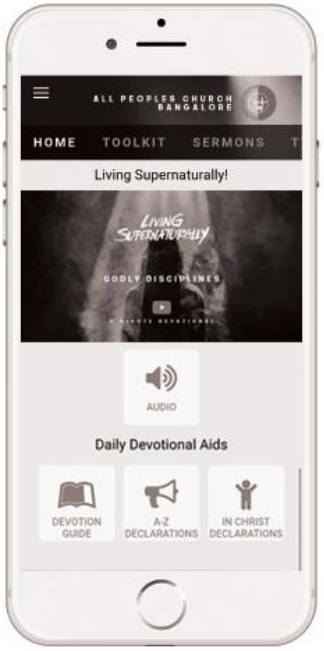

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more.

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

All Peoples Church বাইবেল কলেজ
apcbiblecollege.org

All Peoples Church বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই - যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

APC-BC তে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে কাজে প্রকাশিত করার উপর গুরুত্ব দিই, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি আমরা প্রদান করিঃ

এক বছরের Certificate in Theology and Christian Ministry (C.Th.)

দুই বছরের Diploma in Theology and Christian Ministry (D.Th.)

তিন বছরের Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রবার, সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।** কর্মজীবী লোকেরা, গৃহবধূরা এই কোর্সগুলি করতে পারে, এবং দুপুর ১টার পর তাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম করতে পারে। আলাদা হস্টেলের ব্যবস্থা আছে সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা সেই স্থানে থেকে এই কোর্সগুলি করতে চায়। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচর্যার জন্য অংশগ্রহণ করে, বিশেষ সেমিনারে, প্রার্থনা ও আরাধনার সময়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিদিন দুপুর ২ টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দুপুরের অধিবেশনগুলি তাদের জন্য অনিবার্য নয়, যারা অন্যান্য কাজ করে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কোন না কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

কলেজের সম্বন্ধে, পাঠ্যক্রমের সম্বন্ধে, যোগ্যতা, মূল্য সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে গেলে **apcwobiblecollege.org** ওয়েবসাইটে যান।

APC-BC is accredited by the Nations Association for Theological Accreditation (NATA).

কর্মক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিত থাকাটা কি বাঞ্ছনীয়? এই বিষয়ে লোকেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলে "হ্যাঁ" আবার কেউ কেউ বলে "না! নারীদের উচিৎ বাড়ির মধ্যেই থাকা এবং বাইরে না বেড়ানো"। তাদের মতামতকে সমর্থন জানানোর জন্য লোকেরা শাস্ত্রাংশ উক্তি করেও বলে থাকে।

ঈশ্বর অবশ্যই বলেছেন যে একজন নারীর প্রাথমিক আহ্বান হল তার স্বামীর প্রতি একজন স্ত্রী হওয়া, তার সন্তানদের প্রতি একজন মা হওয়া এবং পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হওয়া। কিন্তু তিনি কখনই বলেননি যে একজন মহিলা ব্যবসায়ে অথবা কর্মক্ষেত্রে থাকতে পারে না। ঈশ্বরের বাক্যের এই অধ্যয়নে, আমরা লক্ষ্য করবো যে ঈশ্বর সমস্ত ইতিহাস জুড়ে মহিলাদের বিভিন্ন মাত্রায় ও ক্ষমতায় ব্যবহার করেছেন তাদের ঘরের বাইরে। বাইবেল নির্দিষ্ট ভাবে কোথাও বলেনি যে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হবে না। বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বাইবেল যদি কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে সরাসরি নিষেধ করেনি, তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্পর্কিত শাস্ত্রাংশের উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

মহিলারা, আপনারা যেখানেই আছেন ঈশ্বর আপনাকে সেখানেই চান, কারণ তিনি চান আপনি যেন তাদের জীবনে কথা বলেন ও আপনার জীবনের দ্বারা তাদের প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন। তাই, ঈশ্বর আপনাকে যেখানেই রেখেছেন, সেই কর্মক্ষেত্রেই পার্থক্য গড়ে তুলুন।

আশিস রাইচুর

All Peoples Church & World Outreach
#319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org